অধ্যায় ৮
ছন্দ : পরিচ্ছেদ ১

আধুনিক বাংলা ছন্দের রূপান্তর

আধুনিক বাংলা কবিতায় ছন্দের ধারণা ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে। মধ্যযুগে যেখানে পয়ার ছিল প্রধান, ঊনবিংশ শতকে মধুসূদন পয়ারের বাঁধন ভেঙে অমিত্রাক্ষর আনলেন, রবীন্দ্রনাথ মুক্তক ও গদ্যছন্দে নতুন চলন দিলেন, পরবর্তী আধুনিক কবিরা অন্ত্যমিল, নির্দিষ্ট মাত্রা, সমচরণ– সব শিথিল করে কবিতার অভ্যন্তরীণ লয়কে গুরুত্ব দিলেন।

আধুনিক ছন্দে দেখা যায়–

১. অন্ত্যমিলের বাধ্যতা কমে যায়।
২. চরণদৈর্ঘ্য অসম হয়।
৩. বাক্যের স্বাভাবিক ভঙ্গি গুরুত্ব পায়।
৪. উচ্চারণ ও অর্থপ্রবাহ ছন্দ নির্ধারণ করে।
৫. গদ্য ও পদ্যের সীমানা শিথিল হয়।
৬. ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর ছন্দের অংশ হয়ে ওঠে।
৭. শহুরে অভিজ্ঞতা, ভাঙা ভাষা, রাজনৈতিক উচ্চারণও ছন্দ তৈরি করে।

ছন্দ চেনার পদ্ধতি ও ছন্দোবিশ্লেষণের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা

ছন্দের তাত্ত্বিক পরিচয় জানা এবং ছন্দ বিশ্লেষণ করতে পারা– এই দুই বিষয় এক নয়। কেউ অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের সংজ্ঞার্থ মুখস্থ জানলেও বাস্তব কবিতাংশে ছন্দ নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হতে পারে। কারণ বাংলা ছন্দ কেবল অক্ষর-গণনার বিষয় নয়; এটি উচ্চারণ, ধ্বনি, দল, মাত্রা, যতি, পর্ব, লয়, অন্ত্যমিল, প্রবহমানতা এবং ভাবগত চাপের সম্মিলিত বিচার। প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা ছন্দকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধ্বনিগত ও পরিমিতিবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন; তাঁর আলোচনায় 'দল', 'মাত্রা', 'যতি', 'পর্ব', 'মিশ্রবৃত্ত', 'কলাবৃত্ত', 'দলবৃত্ত' প্রভৃতি পরিভাষা বাংলা ছন্দবোঝার ব্যবহারিক ভিত্তি তৈরি করে।[২৫] রবীন্দ্রনাথও ছন্দকে যান্ত্রিক নিয়মে সীমাবদ্ধ রাখেননি; তাঁর মতে, ছন্দে শব্দ অর্থবহন করার পাশাপাশি রূপ গ্রহণ করে– অর্থাৎ ছন্দ ভাষাকে দৃশ্যমান ও শ্রুতিময় রূপ দেয়।[২৬] এই কারণে ছন্দোবিশ্লেষণ শুধু 'কত মাত্রা' বা 'কত অক্ষর'– এই প্রশ্নের উত্তর নয়; বরং কবিতার ধ্বনি-শরীর কীভাবে চলেছে, কোথায় থেমেছে, কোথায় ঝাঁপ দিয়েছে, কোথায় প্রবাহিত হয়েছে– তা বোঝার পদ্ধতি।

ছন্দবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভুল হলো লিখিত অক্ষরকে একমাত্র ভিত্তি ধরে নেওয়া। বাংলা কবিতা চোখে দেখা যায় বর্ণের বিন্যাসে, কিন্তু ছন্দ অনুভূত হয় কানে। 'ফুল' শব্দে তিনটি বর্ণ থাকলেও উচ্চারণে এটি এক রুদ্ধদল; 'আলোর' শব্দটি 'আ + লোর'– দুই দলে ভাগ হতে পারে; 'মহাভারতের' শব্দে লিখিত বর্ণের সংখ্যা বেশি হলেও ছন্দে তা উচ্চারণগত দলে ভেঙে বিচার করতে হয়। তাই ছন্দের প্রথম পাঠ হলো শ্রুতি-পাঠ। কবিতাকে মুখে উচ্চারণ না করে ছন্দ নির্ণয় করা অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়।[২৫]

ছন্দোবিশ্লেষণের মূল সমস্যা: বর্ণ না ধ্বনি

বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণে বর্ণ ও ধ্বনির পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণ হলো লিখিত প্রতীক; ধ্বনি হলো উচ্চারিত রূপ। ছন্দের সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, বর্ণের সম্পর্ক পরোক্ষ। যেমন– 'জ্ঞানে' শব্দটি লিখিত রূপে জ্+ঞ+া+ন+ে হলেও উচ্চারণে অনেক ক্ষেত্রে 'গ্যা-নে' বা 'জ্ঞা-নে'– প্রসঙ্গ ও উচ্চারণরীতি অনুযায়ী ভিন্নভাবে ধরা যেতে পারে। ছন্দের বিচার তাই নিছক বানানভিত্তিক করলে চলে না। একইভাবে 'ক্ষতি', 'লক্ষ্মী', 'ব্রহ্ম', 'অগ্নি', 'সম্মুখ'– এসব শব্দে যুক্তব্যঞ্জনের লিখিত জটিলতা আছে; কিন্তু ছন্দে এগুলোর উচ্চারণগত দলভাগই আসল।

বর্ণ ও ধ্বনি: ছন্দীয় পার্থক্য

বিষয়	বর্ণকেন্দ্রিক দৃষ্টি	ধ্বনিকেন্দ্রিক দৃষ্টি
বিচারভিত্তি	লিখিত অক্ষর	উচ্চারিত ধ্বনি
পদ্ধতি	অক্ষর গোনা	দলভাগ ও মাত্রা গণনা
ঝুঁকি	ভুল মাত্রা নির্ণয়	ছন্দের প্রকৃত দোলা ধরা
উদাহরণ	'ফুল' = ফ + ু + ল	'ফুল' = এক রুদ্ধদল
ছন্দে গ্রহণযোগ্যতা	সহায়ক	প্রধান

এই পার্থক্য না বুঝলে স্বরবৃত্তকে মাত্রাবৃত্ত ভাবা, অক্ষরবৃত্তে রুদ্ধদলের মূল্য ভুল ধরা, অথবা অমিত্রাক্ষরকে ছন্দহীন মনে করার মতো ভুল হয়। ছন্দের বিজ্ঞান শুরু হয় উচ্চারণ-সচেতনতা থেকে।[২৭]

দলভাগ: ছন্দ বোঝার প্রথম দরজা

ছন্দে 'দল' বলতে বোঝায় বাগ্‌যন্ত্রের এক ঝোঁকে উচ্চারিত ধ্বনিখণ্ড। বাংলা ছন্দে দলভাগ না করলে মাত্রা গণনা করা যায় না। পবোধচন্দ্র সেন 'অক্ষর' শব্দের পরিবতে 'দল' পরিভাষা ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কারণ 'অক্ষর' শব্দটি লিখিত হরফের সঙ্গে মিশে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।[২৫] দলভাগ করার সময় শব্দকে বানান অনুসারে নয়, উচ্চারণ অনুসারে ভাঙতে হয়।

দলভাগের উদাহরণ

শব্দ	দলভাগ	দলপ্রকৃতি
জল	জল	রুদ্ধদল
পাতা	পা + তা	মুক্ত + মুক্ত
নড়ে	ন + ড়ে	মুক্ত + মুক্ত
ছন্দ	ছন্ + দ	রুদ্ধ + মুক্ত
আলোর	আ + লোর	মুক্ত + রুদ্ধ
সম্মুখ	সম্ + মুখ	রুদ্ধ + রুদ্ধ
অমৃত	অ + মৃত	মুক্ত + রুদ্ধ
চূড়ামণি	চূ + ড়া + ম + ণি	মুক্ত + মুক্ত + মুক্ত + মুক্ত
পুণ্যবান	পুণ্ + য + বান	রুদ্ধ + মুক্ত + রুদ্ধ

দলভাগের সময় সবচেয়ে বেশি সতর্কতা দরকার রুদ্ধদল নির্ণয়ে। কোনো দল যদি ব্যঞ্জনধ্বনিতে বন্ধ হয়, তবে সেটি রুদ্ধদল; যদি স্বরধ্বনিতে খোলা থাকে, তবে সেটি মুক্তদল। তবে উচ্চারণে কখনো কোনো শব্দ সংকুচিত বা প্রসারিত হতে পারে। আবৃত্তির প্রচলিত ধারা, কবিতার যুগ, ভাষার রীতি এবং ছন্দের প্রকৃতি– সব বিবেচনা করে দলভাগ করতে হয় [২৮]।

মুক্তদল ও রুদ্ধদল: তিন ছন্দে তিন রকম ভূমিকা

মুক্তদল ও রুদ্ধদল বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণের মেরুদণ্ড। কিন্তু এগুলোর মাত্রামূল্য সব ছন্দে সমান নয়। এ জায়গাটিই শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত করে। স্বরবৃত্তে মুক্তদল ও রুদ্ধদল সাধারণত একমাত্রিক; মাত্রাবৃত্তে রুদ্ধদল সাধারণত দ্বিমাত্রিক; অক্ষরবৃত্তে রুদ্ধদলের মূল্য অবস্থাভেদে পরিবর্তিত হতে পারে– বিশেষ করে পদান্তিক রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক শক্তি পায়।[২৫]

মুক্তদল-রুদ্ধদলের তুলনামূলক মূল্য

ছন্দ	মুক্তদল	রুদ্ধদল	ফল
স্বরবৃত্ত	১	১	দ্রুত, ছড়াধর্মী, শ্বাসাঘাতপ্রধান গতি
মাত্রাবৃত্ত	১	২	ধ্বনি-বিস্তার, মধুরতা, বিলম্বিত লয়
অক্ষরবৃত্ত	সাধারণত ১	অবস্থাভেদে ১/২	আখ্যানধর্মী, পয়ারজাত, ধীর-মধ্য লয়

এই ছকটি মুখস্থ করলেই হবে না; উদাহরণে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন 'জল পড়ে' অংশটি স্বরবৃত্তে দ্রুত উচ্চারণে একরকম; মাত্রাবৃত্তে 'জল' রুদ্ধদল হিসেবে বেশি ধ্বনিমূল্য পায়। ফলে একই শব্দগুচ্ছ ছন্দভেদে ভিন্নভাবে মাপা যেতে পারে। তাই ছন্দ নির্ণয়ে প্রথমে সম্ভাব্য ছন্দ ধরে পর্বের সাম্য মিলিয়ে দেখতে হয়।

মাত্রা: ধ্বনির সময়মূল্য

মাত্রা হলো ধ্বনির সময়মূল্য বা উচ্চারণের মাপ। তবে বাংলা ছন্দে মাত্রা কোনো যন্ত্রের সেকেন্ড-মাপা সময় নয়; এটি শ্রুতিসংবেদ্য ছন্দীয় সময়। 'মা' উচ্চারণে একরকম সময় লাগে, 'মন' উচ্চারণে অন্যরকম চাপ থাকে, 'ঠাঁই' উচ্চারণে আরও দীর্ঘ ধ্বনি– প্রসার থাকে। এই উচ্চারণগত সময়ের সংগঠিত মাপকেই মাত্রা বলা যায়।[২৭]

মাত্রা গণনায় দুটি দিক দেখা দরকার–

১. শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ।

২. নির্দিষ্ট ছন্দে ওই উচ্চারণের ছন্দীয় মূল্য।

এই কারণে মাত্রা গণনায় যান্ত্রিকতা বিপজ্জনক। যেমন– 'ঠাঁই নাই' অংশটি মাত্রাবৃত্তে ৪ মাত্রার পর্ব হিসেবে কাজ করতে পারে, কারণ 'ঠাঁই' ও 'নাই'– দুটিই ধ্বনিগতভাবে টানযুক্ত। আবার 'বৃষ্টি পড়ে' স্বরবৃত্তে দ্রুত ছড়ার দোলায় ৪ মাত্রার পর্ব হতে পারে। ছন্দের ধরন না বুঝে একক নিয়মে সব গণনা করলে ভুল হবে।

উদাহরণ: 'ঠাঁই নাই'

দল	মাত্রাবৃত্তে মূল্য	মন্তব্য
ঠাঁই	২	দীর্ঘ/রুদ্ধধর্মী ধ্বনি-প্রসার
নাই	২	দ্বিস্বরধর্মী টান
মোট	৪	পূর্ণ পর্ব

এখানে দেখা যায়, মাত্রাবৃত্তে ধ্বনি যেন একটু বেশি স্থির ও প্রসারিত হয়। তাই এই ছন্দ ললিত, সুরেলা, মৃদু ও আবেগপ্রবণ ভাব প্রকাশে উপযোগী।

পর্ব: ছন্দের শ্বাস-একক

পর্ব ছন্দের একটি মৌলিক গঠন-একক। চরণ উচ্চারণ করতে গিয়ে যে অংশগুলো একেকটি ছন্দ-ঝোঁকে সম্পন্ন হয়, সেগুলোই পর্ব। কোনো কবিতায় মাত্রা যতই থাকুক, যদি পর্ববিভাগ বোঝা না যায়, তবে ছন্দের দোলা ধরা যায় না। পর্ব হলো ছন্দের শ্বাস–একক; কোথায় উচ্চারণ জমল, কোথায় নেমে গেল, কোথায় বিরতি নিল– তা পর্বে ধরা পড়ে।[২৮]

উদাহরণ:

"মহাভারতের কথা / অমৃত সমান"

এখানে 'মহাভারতের কথা' প্রথম পর্ব, 'অমৃত সমান' দ্বিতীয় পর্ব। সাধারণ পয়ারধর্মী অক্ষরবৃত্তে এই পর্ববিভাগ ৮+৬ রীতিতে কাজ করে। কিন্তু যদি কেউ ভেঙে পড়ে– 'মহাভারতের / কথা অমৃত / সমান'– তবে ছন্দের স্বাভাবিক শ্বাস ভেঙে যাবে। তাই পর্ব শুধু গণনার বিষয় নয়; অর্থ ও উচ্চারণেরও বিষয়।

পর্বের ধরন

পর্বের ধরন	পরিচয়	উদাহরণধর্মী ব্যবহার
পূর্ণ পর্ব	ছন্দের স্বাভাবিক মাত্রা পূর্ণ করে	৪, ৬ বা ৮ মাত্রার পর্ব
অপূর্ণ পর্ব	প্রত্যাশিত পর্বের তুলনায় ছোটো	'বান' – স্বরবৃত্তের শেষে

পর্বের ধরন	পরিচয়	উদাহরণধর্মী ব্যবহার
অতিপর্ব	নিয়মিত মাত্রার বাইরে অতিরিক্ত অংশ	আহ্বানসূচক ‘ওরে’, ‘হে’
মধ্যখণ্ডিত পর্ব	অর্থ বা আবেগের মাঝখানে ছেদ	নাটকীয় উচ্চারণে

পর্ব বিশ্লেষণে মনে রাখতে হবে, সব অপূর্ণ পর্ব ভুল নয়। বাংলা ছড়ায়, স্বরবৃত্তে, গীতিতে এবং আবেগপূর্ণ কবিতায় শেষ পর্ব অপূর্ণ থাকাই স্বাভাবিক দোলা তৈরি করতে পারে।

যতি ও ছেদ: ছন্দের বিরতি এবং অর্থের সুরক্ষা

যতি হলো উচ্চারণের বিরতি, আর ছেদ হলো বিশ্লেষণগত বিভাজন। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে যতি জিহ্বার বিশ্রামস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে; বাংলা ছন্দেও যতি কেবল শ্বাস নেওয়ার জায়গা নয়, অর্থ রক্ষার উপায়।[২৯] কবিতায় ভুল যতি দিলে ভাবের ক্ষতি হয়। যেমন–

‘সবার উপরে মানুষ সত্য / তাহার উপরে নাই’

এখানে যতি ‘সত্য’ শব্দের পরে এলে অর্থ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু যদি পড়া হয়– ‘সবার উপরে মানুষ / সত্য তাহার উপরে নাই’– তবে অর্থের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই যতি ছন্দের সঙ্গে অর্থতত্ত্বেরও সম্পর্ক রাখে।

যতি বিশ্লেষণের স্তর

স্তর	কাজ
ধ্বনিগত যতি	উচ্চারণে স্বাভাবিক বিরতি।
অর্থগত যতি	ভাব সম্পূর্ণ বা অর্ধসম্পূর্ণ হয়।
পর্বগত যতি	পর্বান্তে ছন্দীয় বিরতি।
চরণগত যতি	পঙ্ক্তি বা চরণশেষে বিরতি।
নাটকীয় যতি	আবেগ, বিস্ময়, বেদনা, দ্বিধা প্রকাশ।

অমিত্রাক্ষর, মুক্তক ও গদ্যছন্দে যতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেখানে অন্ত্যমিল বা কঠোর পর্বসমতা অনেক সময় অনুপস্থিত; তখন যতি ও বাক্যপ্রবাহই ছন্দের ভেতরের সংগঠন ধরে রাখে।[৩০]

স্বরবৃত্ত বিশ্লেষণ: দ্রুত শ্বাসের ছন্দ

স্বরবৃত্ত চেনার মূল লক্ষণ হলো দ্রুত লয়, ছোটো পর্ব, কথ্যভঙ্গি, ছড়ার দোলা এবং মুক্তদল-রুদ্ধদলের একমাত্রিকতা। শিশুতোষ কবিতা, লোকছড়া, ধামালি, খেলার ছড়া, মুখে মুখে প্রচলিত পদ– এসব স্বরবৃত্তের স্বাভাবিক ক্ষেত্র। তবে স্বরবৃত্তকে শুধু শিশুদের ছড়ায় সীমাবদ্ধ ভাবলে ভুল হবে; আধুনিক কবিতাতেও দ্রুতলয়ী আবেগ, ব্যঙ্গ, সপ্রতিভ কথন বা লোকশক্তি প্রকাশে স্বরবৃত্ত ব্যবহৃত হয়।[২৫]

উদাহরণ:

‘বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদে এল / বান’

এখানে ‘বৃষ্টি পড়ে’, ‘টাপুর টুপুর’, ‘নদে এল’– এই অংশগুলো ছোটো ঝোঁকের পর্ব। ‘বান’ অপূর্ণ পর্ব। পুরো চরণে এক ধরনের ঝমঝমে শব্দ-খেলা আছে। ‘টাপুর টুপুর’ অনুকারধর্মী ধ্বনি ছন্দকে আরও শ্রুতিময় করেছে। স্বরবৃত্তে এই অনুকারধ্বনি ও পুনরাবৃত্তি বিশেষ কার্যকর।

আরেকটি উদাহরণ:

‘আয় আয় চাঁদ মামা / টিপ দিয়ে যা’

এই চরণে শিশুভাষার আহ্বান, পুনরাবৃত্তি এবং দ্রুত শ্বাসাঘাত মিলেছে। ‘আয় আয়’– ধ্বনির পুনরাবৃত্তি; ‘চাঁদ মামা’– লোককল্পনা; ‘টিপ দিয়ে যা’– আহ্বানধর্মী ক্রিয়া। স্বরবৃত্ত এখানে কেবল ছন্দ নয়, শিশুমনের আহ্বানী সুরও বহন করছে।

স্বরবৃত্তের বিশ্লেষণধর্মী লক্ষণ

লক্ষণ	ব্যাখ্যা
ছোটো পর্ব	সাধারণত ৪ মাত্রার ঝোঁক।
দ্রুত উচ্চারণ	মুখে মুখে চলার ক্ষমতা।
শ্বাসাঘাত	উচ্চারণে স্বাভাবিক জোর।
অনুকারধ্বনি	টাপুর-টুপুর, ঝমঝম, টুংটাং।
পুনরাবৃত্তি	ছড়ার স্মরণযোগ্যতা বাড়ায়।
অপূর্ণ পর্ব	শেষের দোলাকে খোলা রাখে।

স্বরবৃত্তের শক্তি হলো ধ্বনির সরাসরি প্রাণশক্তি। এতে অলংকারের জটিলতা কম, কিন্তু ছন্দের দোলা প্রবল।

মাত্রাবৃত্ত বিশ্লেষণ

মাত্রাবৃত্তে ধ্বনির দৈর্ঘ্য ও সময়মূল্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রুদ্ধদল সাধারণত দুই মাত্রা পায় বলে ছন্দে টান, স্থিরতা ও মাধুর্য তৈরি হয়। এই ছন্দ গীতিময়, আবেগময়, বেদনাময় বা ললিত ভাব প্রকাশে বিশেষভাবে উপযোগী।[২৬]

উদাহরণ:

"শুধু বিঘে দুই / ছিল মোর ভুঁই / আর সবি গেছে / ঋণে"

এই চরণে ৬+৬+৬+২ পর্ববিন্যাস দেখা যায়। "শুধু বিঘে দুই"– এখানে ধ্বনির পরিমিত বিস্তার আছে; "ছিল মোর ভুঁই"– ব্যক্তিগত অধিকারবোধ; "আর সবি গেছে"– ক্ষয়ের বেদনা; "ঋণে"– শেষ অপূণ পর্ব, কিন্তু অর্থগতভাবে অত্যন্ত ভারী। এই অপূর্ণ পর্বই বেদনার ঘনীভবন ঘটায়। ফলে ছন্দ শুধু মাপ নয়; ভাবের চাপ বহন করছে।

আরেকটি উদাহরণ:

"ঠাঁই নাই / ঠাঁই নাই / ছোটো সে / তরী"

এখানে পুনরুক্তি "ঠাঁই নাই" পর্বে সংকট ও অসহায়তার অনুভূতি তৈরি করে। মাত্রাবৃত্তের টানযুক্ত লয় এই বেদনা বাড়িয়ে দেয়। যদি একই কথা গদ্যে বলা হয়– "তরীতে জায়গা নেই"– তবে আবেগের তীব্রতা অনেক কমে যায়। ছন্দ এখানে ভাষাকে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করেছে।

মাত্রাবৃত্তের ভাবগত শক্তি

ছন্দীয় বৈশিষ্ট্য	ভাবগত ফল
রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক	ধ্বনির ভার তৈরি হয়
মধ্য/বিলম্বিত লয়	আবেগ ঘন হয়
অপূর্ণ শেষ পর্ব	অসম্পূর্ণতা বা বেদনা বাড়ায়
পুনরুক্ত পর্ব	সুরেলা চাপ তৈরি করে
ধ্বনি-প্রসার	গীতিময়তা বাড়ে

মাত্রাবৃত্তকে তাই শুধু গণনাযোগ্য ছন্দ না বলে শ্রুতিময় আবেগের ছন্দ বলা যায়।

অক্ষরবৃত্ত বিশ্লেষণ

অক্ষরবৃত্ত বাংলা আখ্যানধর্মী কবিতার এক শক্তিশালী বাহন। পয়ারধর্মী অক্ষরবৃত্তে ৮+৬ পর্ববিন্যাস এবং ১৪ মাত্রার চরণ বিশেষ পরিচিত। এ ছন্দে ধীর বা মধ্যলয়, অর্থের স্থির অগ্রসরতা, অন্ত্যমিল এবং আখ্যানধর্মী গাম্ভীর্য দেখা যায়।[২৮]

উদাহরণ:

"মহাভারতের কথা / অমৃত সমান
কাশীরাম দাস ভনে / শোনে পুণ্যবান"

এই চরণগুলোর শক্তি হলো ভারসাম্য। প্রথম পর্বে বক্তব্যের ভূমিকা, দ্বিতীয় পর্বে তার পরিণতি। "মহাভারতের কথা"– আখ্যানের বিষয়; "অমৃত সমান"– তার মূল্যায়ন। পরবর্তী চরণে "কাশীরাম দাস ভনে"– কথকের পরিচয়; "শোনে পুণ্যবান"–

শ্রোতার ধর্মীয় মর্যাদা। ছন্দের ৮+৬ বিভাজন আখ্যানের বক্তব্যকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেয়।

রবীন্দ্রনাথের "হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব / বিবিধ রতন"– জাতীয় চরণেও অক্ষরবৃত্তধর্মী ভারসাম্য দেখা যায়। এখানে ধ্বনি ও ভাব দুটোই পরিমিত; চরণে গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু অতিরিক্ত ভার নেই।

অক্ষরবৃত্তের কার্যকারিতা

ক্ষেত্র	কেন উপযোগী
আখ্যানকাব্য	দীর্ঘ বর্ণনা বহন করতে পারে
ঐতিহাসিক কাব্য	গাম্ভীর্য ধরে
নৈতিক বা ধর্মীয় পদ্য	মাপা উচ্চারণে শ্রুতিমধুর
পুঁথিপাঠ	মুখে পড়ে শোনানোর উপযোগী
মহাকাব্যিক বক্তব্য	স্থির গতি ও পরিমিতি দেয়

অক্ষরবৃত্তের শক্তি তার শৃঙ্খলিত চলনে। এতে দ্রুত ছড়ার চপলতা নেই, মাত্রাবৃত্তের অতিরিক্ত সুরেলাও নয়; বরং আছে মাপা কাহিনিময়তা।

অমিত্রাক্ষর বিশ্লেষণ

অমিত্রাক্ষর বিশ্লেষণে শিক্ষার্থীদের একটি ভুল প্রায়ই দেখা যায়– অন্ত্যমিল না থাকলে তারা ধরে নেয় ছন্দ নেই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো অন্ত্যমিলহীন ছন্দময়তা। মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিস্তৃত প্রয়োগ করে পয়ারের বাঁধা অন্ত্যমিল ও চরণ– পরিসীমা ভেঙে দেন।[৩১] তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা অমিত্রাক্ষরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।[৩২]

উদাহরণ:

"সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে"

এখানে 'চূড়ামণি', 'যমপুরে', 'অমৃতভাষিণি', 'পদে'– চরণান্তে মিল নেই। কিন্তু ধ্বনির গাম্ভীর্য, নাটকীয় সম্বোধন, যতির স্বাধীনতা, বাক্যপ্রবাহ এবং মহাকাব্যিক উচ্চারণ ছন্দের অভ্যন্তরীণ সংগঠন তৈরি করেছে। "সম্মুখ-সমরে পড়ি"–প্রথমেই নাটকীয় ক্রিয়া; "বীর-চূড়ামণি/বীরবাহু"– বীরত্বের ধ্বনি পুনরাবৃত্তি; "অকালে, কহ, হে দেবি"–সম্বোধন ও বিরতি; এই সব মিলিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবল নাট্য-ধ্বনি তৈরি হয়েছে।

অমিত্রাক্ষরের বিশ্লেষণধর্মী লক্ষণ

লক্ষণ	ব্যাখ্যা
অন্ত্যমিল অনুপস্থিত	কিন্তু ছন্দ অক্ষুণ্ন।
প্রবহমানতা	ভাব এক চরণ পেরিয়ে অন্য চরণে যায়।
নাটকীয় যতি	সম্বোধন, প্রশ্ন, আবেগে বিরতি।
মহাকাব্যিক শব্দচয়ন	বীর, দেবি, সেনাপতি ইত্যাদি।
পয়ারভঙ্গা	বাঁধা সমিলতা থেকে মুক্তি।
বাক্যপ্রবাহ	অর্থ চরণে আটকে থাকে না।

অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দে স্বাধীনতার প্রথম বড়ো দরজা। মিলের অনুপস্থিতি এখানে শূন্যতা নয়, বরং বৃহত্তর শ্বাসের সুযোগ।

মুক্তক ছন্দ বিশ্লেষণ:

মুক্তক ছন্দে চরণসমতা থাকে না, কিন্তু ছন্দ থাকে। এটিকে বুঝতে হলে 'সমান মাত্রা' থেকে মন সরিয়ে 'অন্তর্লয়' ধরতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মুক্তক-রীতিতে পঙ্ক্তির দৈঘ্য ভাবের ওঠানামা অনুসারে বদলায়; কিন্তু শব্দের পুনরাবত্তি, অন্ত্যমিলের আংশিক ব্যবহার, বাক্যপবাহ, যতি এবং ধ্বনিগত পতিধ্বনি ছন্দের অনুভতি তৈরি করে।[২৬]

উদাহরণ:
"কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণী তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।"

এখানে "ফলে / তলে"– মিল আছে; "মাধবী / আনন্দচ্ছবি"– ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে; কিন্তু পঙ্‌ক্তির দৈঘ্য সমান নয়। "ধরণী তলে" ছোটো পঙ্‌ক্তি হয়ে নেমে আসে; "যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে" দীঘ পঙ্‌ক্তি হয়ে ভাব পসারিত করে। এই সংকোচন-পসারণই মুক্তক ছন্দের সৌন্দয।

মুক্তক ছন্দের বিশ্লেষণ

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
অসম চরণ	ভাবের স্বাভাবিক বিস্তার।
আংশিক মিল	ধ্বনির সেতুবন্ধ।
অন্তর্লয়	দৃশ্যমান মাত্রাসাম্য নয়, শ্রুতিগত দোলা।
ভাবনির্ভর যতি	কোথায় থামবে তা অর্থ নির্ধারণ করে।
রূপগত স্বাধীনতা	কবিকে বাক্যগঠনে স্বাধীনতা দেয়।

মুক্তক ছন্দে বিশ্লেষণের লক্ষ্য হলো 'নিয়ম নেই' বলা নয়; বরং নতুন নিয়মের ধরন বোঝা। এখানে নিয়ম লুকিয়ে থাকে ধ্বনি-প্রবাহ ও বাক্যলয়ে।

গদ্যছন্দ বিশ্লেষণ

গদ্যছন্দ ছন্দচর্চার একটি সূক্ষ্ম ক্ষেত্র। এখানে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ পদ্য নেই, নিয়মিত মাত্রা নেই, অন্ত্যমিল নেই; কিন্তু বাক্যের বিন্যাসে ছন্দ থাকে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, ছন্দ কেবল পদ্যের বাহ্যিক পরিমাপ নয়; ভাষার অভ্যন্তরীণ গতি ও সজীব সীমার মধ্যে ছন্দ নিহিত থাকতে পারে।[২৬]

গদ্যছন্দ ধরার জন্য দেখতে হয়–

১. বাক্যের দৈর্ঘ্য কীভাবে ওঠানামা করছে।
২. একই গঠন পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কি না।
৩. বিরামচিহ্ন কীভাবে ছন্দ তৈরি করছে।
৪. শব্দের ধ্বনি-সাদৃশ্য আছে কি না।
৫. ভাবের চাপ কোথায় জমছে।
৬. গদ্য হলেও পাঠে সংগীতময় দোলা আছে কি না।

উদাহরণধর্মী বাক্য–

"সে এল ধীরে, নীরবে, সন্ধ্যার আলো মুছে যেতে যেতে; তার চোখে ছিল ক্লান্তির ছায়া, মুখে ছিল অনুচ্চারিত কথা।"

এখানে "ধীরে, নীরবে"– দ্বৈত ক্রিয়াবিশেষণ; "চোখে ছিল", "মুখে ছিল"– গঠনগত পুনরাবৃত্তি; সেমিকোলনের বিরতি; দীর্ঘ বাক্যের ধীর গতি– সব মিলিয়ে গদ্যছন্দ তৈরি হয়েছে। গদ্যছন্দ তাই ছন্দহীন গদ্য নয়; এটি গদ্যের ভেতরে কাব্যিক লয়।

সনেট বিশ্লেষণে ছন্দের ভূমিকা

সনেট মূলত রূপনির্ভর কবিতা। এতে ১৪ পঙ্‌ক্তি, ভাবের সংহতি, অন্ত্যমিল এবং যুক্তিগত মোচড় গুরতপূণ। বাংলা সনেটে মধুসূদন ইউরোপীয় রপকে বাংলা ধ্বনিসৌন্দযের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন।[৩৩] সনেট বিশেষণে শুধু পঙ্‌ক্তি গণনা করলেই হবে না; দেখতে হবে ভাব কোথায় ঘুরল, কোন পঙ্‌ক্তিতে সমস্যার স্থাপন, কোথায় অনুভবের তীবতা, কোথায় উপসংহার।

সনেটের ছন্দীয় বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

বিষয়	বিশ্লেষণযোগ্য দিক
পঙ্ক্তিসংখ্যা	১৪ কি না
ভাববিন্যাস	৮+৬, ৪+৪+৩+৩ বা অন্য বিন্যাস
অন্ত্যমিল	মিলরীতি আছে কি না
ধ্বনি	পুনরাবৃত্তি, অনুপ্রাস, মিল
মোচড়	ভাবের বাঁক কোথায়
ভাষা	ঘনীভূত, সংহত, কাব্যিক কি না

সনেট ছন্দের ক্ষেত্রে সংহতি জরুরি। পয়ারের মতো দীর্ঘ আখ্যান নয়, মুক্তকের মতো অতিরিক্ত স্বাধীনতাও নয়; বরং সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভাবের দৃঢ় স্থাপত্য।

তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

বাংলা ছন্দের বিভিন্ন রূপ আলাদা করে শিখলে বোঝা যায়; কিন্তু তুলনামূলকভাবে দেখলে বিভ্রান্তি কমে। নিচের সারণিতে প্রধান ছন্দগুলোর বিশ্লেষণধর্মী পার্থক্য দেওয়া হলো–

বিচারক্ষেত্র	স্বরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	অক্ষরবৃত্ত	অমিত্রাক্ষর	মুক্তক	গদ্যছন্দ
মূল ভিত্তি	দল/স্বর	মাত্রা	অক্ষর/দল+পর্ব	মিলহীন প্রবাহ	অন্তর্লয়	বাক্যলয়
লয়	দ্রুত	মধ্য/বিলম্বিত	ধীর/মধ্য	গম্ভীর	পরিবর্তনশীল	ভাবনির্ভর
রুদ্ধদল	১	২	অবস্থাভেদে	প্রযোজ্য কিন্তু স্বাধীন	কঠোর নয়	কঠোর নয়
চরণসমতা	থাকে	থাকে	থাকে	শিথিল	শিথিল	নেই
অন্ত্যমিল	থাকতে পারে	থাকতে পারে	সাধারণত থাকে	নেই	থাকতে পারে/নাও পারে	নেই
প্রধান ক্ষেত্র	ছড়া	গীতিকবিতা	আখ্যান	মহাকাব্য/নাট্য	আধুনিক কবিতা	গদ্যকবিতা
বিশ্লেষণ–কেন্দ্র	দ্রুত দোলা	মাত্রামূল্য	৮+৬/পর্ব	প্রবহমানতা	অন্তর্লয়	বাক্যের শ্বাস

এই তুলনা থেকে বোঝা যায়, সব ছন্দে একই মাপকাঠি প্রয়োগ করলে ভুল হবে। স্বরবৃত্তে যে দ্রুততা গুণ, মাত্রাবৃত্তে তা তাড়াহুড়া; অক্ষরবৃত্তে যে মাপা গাম্ভীর্য গুণ, স্বরবৃত্তে তা ভারী; অমিত্রাক্ষরে যে মিলহীনতা স্বাধীন, পয়ারে তা ভাঙন।

ছন্দ বিশ্লেষণে অর্থের ভূমিকা

ছন্দ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকেই শুধু মাত্রা ও পর্বে আটকে যান। কিন্তু ছন্দ অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কোথায় যতি পড়বে, কোন শব্দে জোর আসবে, কোন পর্ব দীর্ঘ হবে, কোথায় চরণ ভাঙবে– এসব অনেক সময় অর্থের ওপর নির্ভর করে। "অকালে, কহ, হে দেবি"– এখানে কমা-জাত বিরতি শুধু ব্যাকরণিক নয়; নাটকীয় আহ্বানও তৈরি করে। "ঠাঁই নাই"– এই পুনরাবৃত্তি শুধু ছন্দময় নয়; অস্তিত্বের সংকটও প্রকাশ করে। "বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর"– এখানে ছন্দ শুধু মাপা ধ্বনি নয়; বৃষ্টির শব্দের অনুকরণ।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তায় ছন্দ ভাষাকে রূপ দেয়– এই ধারণা অর্থ ও ধ্বনির ঐক্য বুঝতে সাহায্য করে ।[২৬] ছন্দ কবিতার অর্থকে সাজায়, গতি দেয়, কখনো জোর বাড়ায়, কখনো নীরবতা তৈরি করে। তাই ছন্দ বিশ্লেষণ অর্থহীন গণিত নয়; এটি অর্থবাহী ধ্বনির বিশ্লেষণ।

ছন্দ, আবৃত্তি ও শ্রুতি

ছন্দের প্রকৃত পরীক্ষা আবৃত্তিতে। কোনো কবিতার ছন্দ কাগজে ঠিক দেখালেও মুখে পড়লে যদি দোলা না আসে, তবে বিশ্লেষণে সমস্যা আছে। আবার কোনো কবিতা লিখিতভাবে অনিয়মিত হলেও আবৃত্তিতে সুনির্দিষ্ট লয় সৃষ্টি করতে পারে। তাই ছন্দ বিশ্লেষণে শ্রুতি অপরিহার্য।[২৫]

আবৃত্তিতে ছন্দের কাজ হলো–
১. শ্বাসের স্থান নির্ধারণ।
২. ধ্বনির জোর নির্ধারণ।
৩. আবেগের ওঠানামা দেখানো।
৪. অর্থের বিভাজন স্পষ্ট করা।
৫. লয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
৬. শ্রোতার কানে দোলা তৈরি করা।

"মহাভারতের কথা / অমৃত সমান"– এখানে পর্বভাগ ঠিক রেখে পড়লে আখ্যানের মর্যাদা থাকে। কিন্তু ভুল ভাঙনে অর্থ ও ছন্দ দুটোই দুর্বল হয়। অমিত্রাক্ষরে আবৃত্তির কাজ আরও কঠিন; কারণ সেখানে অন্ত্যমিল নেই, যতি ও বাক্যপ্রবাহই পাঠক ধরে রাখে।

ছন্দ বিশ্লেষণে সাধারণ বিভ্রান্তির বিশ্লেষণ

বাংলা ছন্দ শিখতে গিয়ে কয়েকটি বিভ্রান্তি বারবার দেখা যায়। এগুলো কেবল শিক্ষার্থীর ভুল নয়; বাংলা ছন্দের প্রকৃতিই এমন যে শ্রুতি, গণনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে ভারসাম্য না রাখলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

প্রথম বিভ্রান্তি-অক্ষর গোনা মানেই ছন্দ বিশ্লেষণ।

আসলে লিখিত অক্ষর গোনা ছন্দের একটি খুব প্রাথমিক ও অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর পদ্ধতি। 'অক্ষরবৃত্ত' নাম শুনে অনেকে বর্ণ গণনা করেন; কিন্তু অক্ষরবৃত্তেও উচ্চারণ, দল, রুদ্ধদল ও পর্ববিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ।[২৮]

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি-মিল থাকলে ছন্দ আছে, মিল না থাকলে ছন্দ নেই।

অমিত্রাক্ষর এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে। এতে মিল নেই, কিন্তু প্রবল ছন্দ আছে।[৩১]

তৃতীয় বিভ্রান্তি-সব রুদ্ধদল সবসময় দুই মাত্রা।

এটি মাত্রাবৃত্তে সাধারণভাবে সত্য হলেও স্বরবৃত্তে নয়। অক্ষরবৃত্তেও রুদ্ধদলের মূল্য অবস্থাভেদে ভিন্ন হতে পারে।[২৫]

চতুর্থ বিভ্রান্তি-গদ্যছন্দ মানে ছন্দহীন গদ্য।

গদ্যছন্দে বাহ্যিক মাত্রাবিন্যাস না থাকলেও বাক্যলয় থাকে। ধ্বনি, বিরতি, পুনরাবৃত্তি ও অর্থের গতি মিলেই সেখানে ছন্দ তৈরি হয়।[২৬]

পঞ্চম বিভ্রান্তি-অপূর্ণ পর্ব মানেই ত্রুটি।

বাংলা ছড়ায় ও বহু ছন্দে শেষ অপূর্ণ পর্ব দোলার স্বাভাবিক অংশ। "বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদে এল / বান"– এখানে "বান" অপূর্ণ হলেও ছন্দ ভাঙেনি; বরং শেষের ধাক্কা তৈরি করেছে।

ছন্দ বিশ্লেষণের বিস্তৃত উদাহরণসমূহ

ক. স্বরবৃত্তধর্মী উদাহরণ

"বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদে এল / বান"

এখানে অনুকারধ্বনি, দ্রুতলয়, ছোটো পর্ব এবং অপূর্ণ শেষ অংশ একত্রে স্বরবৃত্তের লক্ষণ তৈরি করেছে। "টাপুর টুপুর" শব্দধ্বনি বৃষ্টির শব্দ অনুকরণ করে; ফলে ছন্দ ও অর্থ পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে। রুদ্ধদলকে দীর্ঘ করে পড়লে এই দোলা নষ্ট হবে; দ্রুত উচ্চারণে ছন্দের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়।[২৫]

খ. মাত্রাবৃত্তধর্মী উদাহরণ

"শুধু বিঘে দুই / ছিল মোর ভুঁই / আর সবি গেছে / ঋণে"

এই চরণে ভূমিহীনতার বেদনা ছন্দে গভীর হয়েছে। 'ঋণে'-শেষ অপূর্ণ পর্ব হলেও অর্থের ভার বহন করছে। মাত্রাবৃত্তের ধীরতর লয় এখানে ব্যক্তিগত ক্ষতির বেদনাকে ঘনীভূত করে। এই ছন্দ দ্রুত পড়ে ফেললে তার ব্যঞ্জনা কমে যাবে।[৩০]

গ. অক্ষরবৃত্তধর্মী উদাহরণ

"মহাভারতের কথা / অমৃত সমান"

এখানে আখ্যানধর্মী ভার আছে। ৮+৬ বিভাজন শুধু মাপ নয়; বক্তব্যের সংগঠন। প্রথম পর্বে বিষয় স্থাপন, দ্বিতীয় পর্বে মূল্যায়ন। এই ছন্দ মঙ্গলকাব্য ও পুঁথিপাঠের ঐতিহ্য বহন করে।[২৮]

ঘ. অমিত্রাক্ষরধর্মী উদাহরণ

"সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর–চূড়ামণি"

এখানে চরণের ধ্বনি গম্ভীর ও নাটকীয়। অন্ত্যমিল নেই, কিন্তু ‘সম্মুখ–সমরে’, ‘বীর-চূড়ামণি’– এই যৌগিক উচ্চারণ মহাকাব্যিক আবহ তৈরি করেছে। যতি ও বাক্যপ্রবাহ অমিত্রাক্ষরকে এগিয়ে নেয়।[৩১]

৬. মুক্তকধর্মী উদাহরণ

“ধরণী তলে / ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী”

এখানে চরণ অসম, কিন্তু ধ্বনি-প্রবাহ আছে। ছোটো পঙ্‌ক্তি ও দীঘ পঙ্‌ক্তির পযায়ক্রমে দশ্যগত ও শতিগত ছন্দ তৈরি হয়। মুক্তকে পরিমিতির বদলে তরঙ্গ গুরতপূণ।[২৬]

২০. ছন্দ বিশ্লেষণের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি

একটি কবিতার ছন্দ নির্ণয়ের জন্য আলাদা আলাদা ধাপে ধ্বনি, দল, মাত্রা, পর্ব, যতি, লয়, মিল ও অর্থ বিশ্লেষণ করতে হয়; কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তে এগুলোকে একত্রে দেখতে হয়। যেমন– কোনো চরণে ৪ মাত্রার পর্ব থাকলেই সেটি স্বরবৃত্ত নয়; লয়, রুদ্ধদলের মূল্য, উচ্চারণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রও দেখতে হবে। কোনো চরণে মিল না থাকলেই সেটি অমিত্রাক্ষর নয়; ছন্দের গাম্ভীর্য, পর্বপ্রকৃতি ও প্রবহমানতা বিচার করতে হবে। কোনো চরণ অসম হলেই মুক্তক নয়; অন্তর্লয় আছে কি না তা দেখতে হবে।

ছন্দ বিশ্লেষণের পরিণত পদ্ধতি তাই এমন–

শ্রুতি → দলভাগ → মাত্রা → পর্ব → যতি → লয় → অর্থপ্রবাহ → ছন্দ–নির্ণয়

এই সমন্বিত পদ্ধতি ছন্দকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে এবং কবিতার ধ্বনি-রস বোঝার পথ খুলে দেয়।

ছন্দ বিশ্লেষণের উদাহরণ

কবিতা পাঠ করতে গেলে ছন্দ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে পাঠ করে সুখ বা আনন্দ কিছুই পাওয়া যায় না। আবার তার অর্থও ঠিকমতো উদ্ধার করা যায় না। সেজন্য ছন্দ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এর সাথে সম্পর্কিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ছন্দ বিশ্লেষণ। ছন্দ বিশ্লেষণ করতে গেলে নিম্নলিখিত দিকগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হয়–

১. ছন্দের নাম, ২. ছন্দের লয় ও গতি, ৩. চরণে বা পঙ্‌ক্তিতে পর্ববিন্যাস, ৪. পর্বে মাত্রাবিন্যাস, ৫. স্তবকে চরণ সংখ্যা। নিম্নে কতিপয় ছন্দ বিশ্লেষণের উদাহরণ দেওয়া হলো:

⊥⊥ ⊥⊥⊥⫫⊥⫫⊥⫫⊥ ⊥⊥⊥⫫⊥ ⊥⊥⫫

১. আমি / বসুধাবক্ষে / আগ্নেয়াদ্রি / বাড়ব–বহ্নি / কালানল ॥ ২ + ৬ + ৬ + ৬ + ৪

⊥⊥ ⊥⊥⊥ ⊥⫫ ⫫⊥ ⊥⫫ ⊥⊥⫫ ⊥⊥ ⊥⊥⫫

আমি / পাতালে মাতাল/ অগ্নি পাথার/ কলরোল কল / কোলাহল ॥ ২ + ৬ + ৬ + ৬ + ৪

⊥⊥ ⊥⊥⊥ ⊥⊥⊥ ⊥⊥⊥⊥ ⫫ ⊥⊥⊥⊥ ⊥⊥ ⫫⊥

আমি / তড়িতে চড়িয়া / উড়ে চলি জোর / তুড়ি দিয়া দিয়া / লম্ফ ॥ ২ + ৬ + ৬ + ৬ + ৩

⊥⊥ ⫫ ⫫⊥⊥ ⊥⊥⊥⊥⊥⊥ ⫫⊥⊥⊥⊥ ⫫⊥

আমি / ত্রাস সঞ্চারি / ভুবনে সহসা / সঞ্চারি ভূমি / কম্প ॥ ২ + ৬ + ৬ + ৬ + ৩

বিশ্লেষণ: মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। বিলম্বিত লয়। পাঁচ পর্বের চরণ। পঙ্‌ক্তির প্রথমে দুই মাত্রার অতিপর্ব। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির শেষ পর্ব চার মাত্রার এবং শেষ দুই পঙ্‌ক্তির শেষ পর্ব তিন মাত্রার। অন্যান্য পর্ব ছয় মাত্রার। স্তবকটি চার চরণে গঠিত। পর পর দুই পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিল আছে।

⊥⊥ ⊥⊥ ⊥⊥ ⊥⊥ ⊥⊥

২. ওরে নবীন / ওরে আমার / কাঁচা। ৪ + ৪ + ২

⊥⊥⊥⊥ ⊥⊥ ⊥⊥

ওরে সবুজ / ওরে অবুঝ। ৪ + ৪

⊥ ⊥⊥⊥ ⊥ ⊥⊥⊥ ⊥⊥

আধ-মরাদের / ঘা মেরে তুই / বাঁচা ॥ ৪ + ৪ + ২

⊥⊥ ⊥⊥ ⊥⊥ ⊥⊥ ⊥⊥

রক্ত আলোর / মদে মাতাল / ভোরে। ৪ + ৪ + ২

⊥ ⏑⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⊥ ⏑⏑
আজকে যে যা / বলে বলুক / তোরে, ৪ + ৪ + ২

⏑⊥ ⊥⏑ ⏑⊥ ⊥⏑ ⏑⏑
সকল তর্ক / হেলায় তুচ্ছ / করে। ৪ + ৪ + ২

⊥⏑⏑ ⊥ ⊥⏑⏑⏑ ⏑⏑
পুচ্ছটি তোর / উচ্চে তুলে / নাচা ॥ ৪ + ৪ + ২

⊥ ⏑⊥⏑ ⊥⏑ ⏑⏑ ⏑⏑
আয় দুরন্ত / আয়রে আমার / কাঁচা ॥ ৪ + ৪ + ২

বিশ্লেষণ: স্বরবৃত্ত ছন্দ। দ্রুত লয়। চার মাত্রার পর্ব। শেষ পর্ব অপূর্ণ এবং দুই মাত্রার। প্রতিটি চরণে পর্ব তিনটি। অসমপর্বিক চরণ। বিশেষ রীতিতে অন্ত্যমিল দেওয়া হয়েছে।

⏑⫫ ⊥⏑ ⊥⏑ ⫫ ⊥⏑ ⊥⏑
৩. আমার পূর্ব বাংলা / এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ ৭ + ৬

⊥⏑⏑ ⫫ ⏑⫫
অন্ধকারের তমাল/ ৮

⏑⫫ ⏑⏑⏑ ⏑⊥⏑⫫
অনেক প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতায়/ ১১

⊥⏑ ⏑⏑⏑ ⊥⏑
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ/ ৮

⊥⫫ ⊥⏑⫫ ⏑⏑
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো/ ৯

⏑⏑⏑⫫ ⏑⏑⫫ ⏑⏑
সরোবরের অতলের মতো/ ১১

⏑⏑ ⫫ ⏑⫫ ⊥⏑⫫ ⏑⏑
কালো কেশ মেঘের/ সঞ্চয়ের মতো/ ৭ + ৬

⏑⊥⏑ ⏑⏑⫫ ⊥⏑
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি ॥ ৯

বিশ্লেষণ: অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। অংশটিতে ৮টি পঙ্‌ক্তি আছে। পঙ্‌ক্তির পর্বসংখ্যা সমান নয়, পর্বে মাত্রাসংখ্যাও সমান নয়। মাত্রাবিন্যাস: প্রথম পঙ্‌ক্তি ৭ + ৬ = ১৩, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ৮, তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ১১, চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ৮, পঞ্চম পঙ্‌ক্তি ৯, ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তি ১১, সপ্তম পঙ্‌ক্তি ৭ + ৬ = ১৩ এবং অষ্টম পঙ্‌ক্তি ৯ মাত্রার। ছন্দের গতি ধীর।

⏑⫫⏑⏑⏑ ⫫ ⫫ ⫫ ⫫⏑ ⫫⏑ ⏑⏑
৪. রানার ছুটেছে / তাই ঝুম ঝুম / ঘণ্টা বাজছে / রাতে ॥ ৬ + ৬ + ৬ + ২

⏑⫫ ⏑⏑⏑ ⏑⏑⫫ ⏑⏑⏑ ⏑⏑
রানার চলেছে / খবরের বোঝা / হাতে ॥ ৬ + ৬ + ২

⏑⫫ ⏑⏑⏑ ⏑⫫
রানার চলেছে / রানার ॥ ৬ + ৩

⫫⫫ ⏑⏑⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⫫ ⏑⏑⏑ ⏑⫫

রাত্রির পথে / পথে চলে কোনো / নিষেধ জানে না / রানার ॥ ৬ + ৬ + ৬ + ৩

–– ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ –– ◡ –– ◡ ––
কাজ নিয়েছে সে / নতুন খবর / আনার ॥ ৬ + ৬ + ৩

বিশ্লেষণ: মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। পাঁচটি পঙ্‌ক্তির এ স্তবকে প্রথম ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে চারটি করে পর্ব এবং দ্বিতীয় ও পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে তিনটি করে পর্ব। তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুই পর্ব। পর্বগুলো ছয় মাত্রার, তবে সব পঙ্‌ক্তির শেষ পর্ব অপূর্ণ– প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির শেষ পর্ব দুই মাত্রার এবং শেষের তিন পঙ্‌ক্তির শেষ পর্ব তিন মাত্রার। অন্ত্যমিলে বৈচিত্র্য আছে। এ ছন্দের লয় বিলম্বিত।

তথ্যসূত্র

১৩. *বাংলাপিডিয়া। 'চর্যাপদ।' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। চর্যাপদকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন, ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কার এবং ১৯১৬ সালে প্রকাশনার তথ্য।*

১৪. *সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দ-জিজ্ঞাসা। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪; ছন্দ-পরিক্রমা, কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭। বাংলা ছন্দের ইতিহাস, পয়ার, লাচাড়ি, ধামালি এবং ছন্দশ্রেণি প্রসঙ্গ।*

১৫. *মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র। অক্ষর, দল, পর্ব, অক্ষরবৃত্ত ও বাংলা ছন্দের গঠন প্রসঙ্গ।*

১৬. *ভট্টাচার্য, তারাপদ। ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দবিবর্তন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১। বাংলা ছন্দের পরিভাষা, শ্রেণিবিভাগ ও বিবর্তন প্রসঙ্গ।*

১৭. *সেন, সুকুমার। বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ছন্দ-ইতিহাসবিষয়ক আলোচনা। অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতির স্বাধীনতা ও প্রবহমানতা প্রসঙ্গ।*

১৮. *দত্ত, মাইকেল মধুসূদন। মেঘনাদবধ কাব্য। কলকাতা, ১৮৬১। বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।*

১৯. *বাংলাপিডিয়া। 'Dutt, Michael Madhusudan.' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। মধুসূদনের blank verse, Tilottamasambhav, Meghnadbadh Kavya, সনেট ও আধুনিক বাংলা কাব্যে ভূমিকা প্রসঙ্গ।*

২০. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছন্দ। সম্পা. প্রবোধচন্দ্র সেন। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯৭৬। ছন্দের অর্থ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি, মুক্তক ও গদ্যছন্দ প্রসঙ্গ।*

২১. *বাংলাপিডিয়া। 'Sen, Probodhchandra.' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। বাংলা prosod– বা ছন্দচর্চায় প্রবোধচন্দ্র সেনের গবেষণা, রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা ও ছান্দসিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রসঙ্গ।*

২২. *বাংলাপিডিয়া। 'Bangla Literature.' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। মধু সূদনের blank verse I sonnet form ব্যবহারের তথ্য; Meghnadbadh Kavya এবং Chaturddashpadi Kavitavali প্রসঙ্গ।*

২৩. *বসু, বুদ্ধদেব। কবিতা ও ছন্দবিষয়ক প্রবন্ধ। আধুনিক বাংলা কবিতা, ছন্দের বেগ, ভঙ্গি ও ধ্বনিসৌন্দর্য প্রসঙ্গ।*

২৪. *গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যভাষা ও গৈরিশ ছন্দ প্রসঙ্গ; বাংলা নাট্যছন্দে অমিত্রাক্ষর ও কথ্যভঙ্গির মধ্যবর্তী রূপ হিসেবে আলোচিত।*

২৫. *সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দ-জিজ্ঞাসা। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪। দল, মাত্রা, যতি, পর্ব, মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত ও ছন্দবিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রসঙ্গ।*

২৬. *ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছন্দ। সম্পা. প্রবোধচন্দ্র সেন। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯৭৬। 'বাঙলা ছন্দের প্রকৃতি', 'গদ্যছন্দ', 'ছন্দের অর্থ', 'সংগীত ও ছন্দ' প্রসঙ্গ।*

২৭. *ভট্টাচার্য, তারাপদ। ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দবিবর্তন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১। ছন্দের শ্রেণিবিভাগ, ধ্বনি, মাত্রা ও বিবর্তন প্রসঙ্গ।*

২৮. *মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র। বাংলা ছন্দে অক্ষর, পর্ব, যতি, মাত্রা ও অক্ষরবৃত্তের বিশ্লেষণ পসঙ্গ।*

২৯. *ছন্দোমঞ্জরী। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র; যতি প্রসঙ্গে "যতিঃ জিহ্বেষ্ট বিশ্রামস্থানম্" সূত্র।*

৩০. *সংযুক্ত পাঠ্যনোট, 'ছন্দ' পরিচ্ছেদ। ছন্দ-বিশ্লেষণে দল, মুক্তদল, রুদ্ধদল, মাত্রা, যতি, পর্ব, অপূর্ণ পর্ব, অতিপর্ব, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, মুক্তক ও অমিত্রাক্ষর প্রসঙ্গ।*

৩১. *দত্ত, মাইকেল মধুসূদন। মেঘনাদবধ কাব্য। কলকাতা, ১৮৬১। বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ও মহাকাব্যিক ধ্বনিবিন্যাস।*

৩২. *বাংলাপিডিয়া। 'Dutt, Michael Madhusudan.' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। মধুসূদনের blank verse, Tilottamasambhav, Meghnadbadh Kavya এবং বাংলা আধুনিক কাব্যে ভূমিকা প্রসঙ্গ।*

৩৩. *বাংলাপিডিয়া। 'Bangla Literature.' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের blank verse I sonnet form ব্যবহারের তথ্য।*

৩৪. *বাংলাপিডিয়া। 'Sen, Probodhchandra.' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রবোধচন্দ্র সেনের দীর্ঘকালীন ছন্দচর্চা, বাংলা ছন্দের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসরচনা ও পরিভাষা-নির্মাণ প্রসঙ্গ।*

অষ্টম অধ্যায় : পরিচ্ছেদ ২
অংলংকার

প্রাচীন কাব্যচর্চায় অলংকারের বীজ

অলংকারের শাস্ত্রীয় আলোচনা পরে গড়ে উঠলেও অলংকারের ব্যবহার কাব্যে অনেক আগে থেকেই ছিল। বৈদিক স্তোত্র, উপনিষদীয় ভাষা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য– এসব প্রাচীন সাহিত্যেই উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি, পুনরুক্তি, ধ্বনি– সৌন্দর্য ও ভাবের তুলনামূলক প্রকাশ দেখা যায়। এক আলোচনায় বলা হয়েছে– 'The Samhitas of the Vedas contain much that is poetic and figures of speech like simile, nature, hyperbole are found there in abundance.'[২] অর্থাৎ, বৈদিক সাহিত্যেও উপমা, প্রকৃতিচিত্র, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি কাব্যিক কৌশলের উপস্থিতি ছিল।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে। আগে কবিতা সৃষ্টি হয়েছে, পরে সেই কবিতার রীতি ব্যাখ্যা করার জন্য শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কবিরা আগে তুলনা করেছেন, রূপক ব্যবহার করেছেন, ধ্বনির সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন; পরে আচার্যরা সেসব দেখে নাম দিয়েছেন– উপমা, রূপক, অনুপ্রাস, যমক, অতিশয়োক্তি ইত্যাদি।

এই ধারাটি এমন–

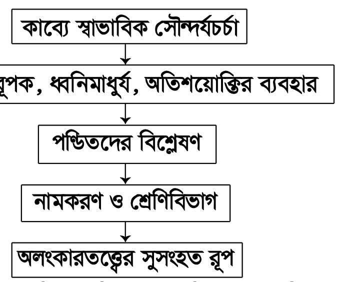

অতএব, অলংকার কোনো কৃত্রিম নিয়ম থেকে জন্ম নেয়নি; এটি কাব্যসৃষ্টির স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ থেকে ধীরে ধীরে তত্ত্বে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে অলংকারচিন্তার বিকাশ

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র প্রাচীনতম ও মৌলিক গ্রন্থগুলোর একটি। সেখানে নাট্য, রস, ভাব, অভিনয়, ভাষা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ভরত মুনির আলোচনায় রস ও ভাব প্রধান; অলংকার সেখানে বিস্তৃতভাবে প্রধান আলোচ্য নয়।

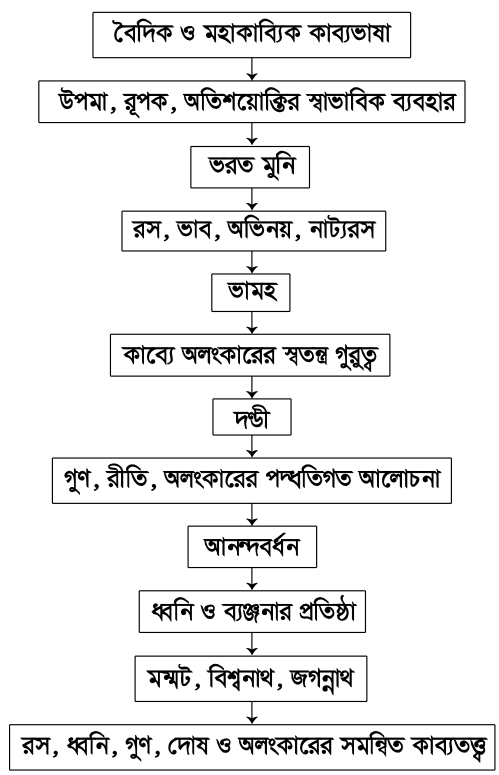

একটি গবেষণা– উৎসে বলা হয়েছে– 'Bharata's Natyasastra
introduces the concept of Rasa' এবং একই সঙ্গে উল্লেখ করা
হয়েছে যে ভরত 'did not elaborate much on Alankaras, but
discussed the Rasa, Bhava, Abhinaya' ইত্যাদি বিষয়।[৩] এই
তথ্য থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতীয় কাব্যচিন্তায় রসতত্ত্বের ভিত আগে
মজবুত হয়, পরে অলংকারতত্ত্ব স্বতন্ত্র আলোচ্য হিসেবে শক্ত অবস্থান পায়।
ভামহের কাব্যালংকার সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে অলংকার-আলোচনার এক প্রাচীন
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। একটি প্রামাণ্য আলোচনায় ভামহের গ্রন্থকে 'the
earliest extant work on Sanskrit poetics proper' বলা
হয়েছে।[৪] ভামহ কাব্যের শব্দ, অর্থ, দোষ, গুণ ও অলংকার নিয়ে
আলোচনা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে কাব্যের বিশেষত্ব সাধারণ বাক্য থেকে
পৃথক; কাব্যে চমৎকারিত্ব, বক্রতা ও শিল্পিত প্রকাশ থাকা প্রয়োজন।
দণ্ডীর কাব্যাদর্শ অলংকারচিন্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। দণ্ডী কাব্যে গুণ,
রীতি, শব্দের সৌন্দর্য এবং অলংকারের পদ্ধতিগত উপস্থাপনাকে গুরুত্ব দেন।
এক সূত্রে বলা হয়েছে– 'Dandin wins the credit for his more
systematic presentation of the Alankara theory.'[৫] অর্থাৎ, দণ্ডী
অলংকারতত্ত্বকে তুলনামূলকভাবে সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপন করেছেন।

এরপর আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক কাব্যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এতে কাব্যের সৌন্দর্য শুধু প্রকাশ্য অর্থে নয়, আভাসিত অর্থে, ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায়– এই ধারণা শক্তিশালী হয়। মম্মটের কাব্যপ্রকাশ, বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ, জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের রসগঙ্গাধর প্রভৃতি গ্রন্থে কাব্যের রস, গুণ, দোষ, অলংকার, ধ্বনি ও কাব্যপ্রকৃতি আরও সুসংহতভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের সংজ্ঞায় বলেন– 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'[৬]– অর্থাৎ, রসাত্মক বাক্যই কাব্য। এই সংজ্ঞার্থ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অলংকার কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ হলেও কাব্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য রসসৃষ্টি।

ভারতীয় অলংকারচিন্তার ধারাবাহিকতা–

বাংলা কাব্যভাষায় অলংকারের স্থান

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের উত্তরাধিকার বহন করলেও তার নিজস্ব ভাষিক ও লোকজ রসও আছে। মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে– মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, পুঁথিসাহিত্য– এসব ধারায় উপমা, রূপক, অনুপ্রাস, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক, শ্লেষ ইত্যাদি অলংকার স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের প্রভাব আছে, আবার অনেক ক্ষেত্রেই লোকভাষার সহজ উপমা ও ধ্বনিসৌন্দর্য কাজ করেছে।

বাংলা কাব্যভাষায় অলংকারের দুটি প্রধান ধারা লক্ষ করা যায়–

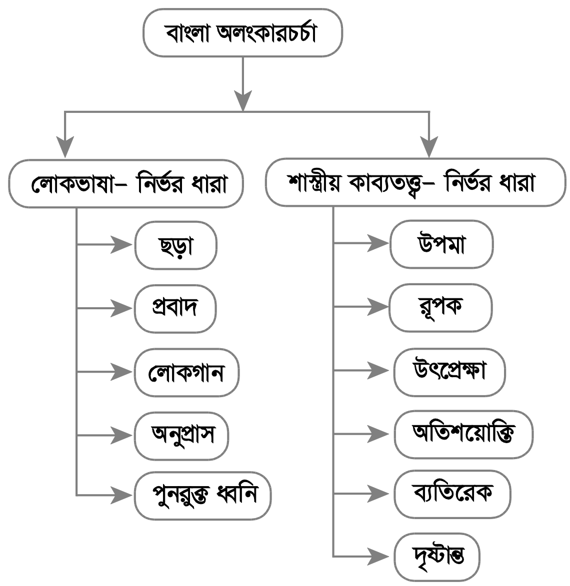

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, মাইকেল, বঙ্কিম, মধুসূদন, সুকান্ত– প্রত্যেকের রচনায় অলংকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসেছে। নজরুলের কাব্যে অনুপ্রাস, ধ্বনি, গতি ও অতিশয়োক্তি বিদ্রোহী আবেগকে প্রবল করে; রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রূপক, উপমা ও ব্যঞ্জনা ভাবকে আধ্যাত্মিক ও মানবিক গভীরতা দেয়; জীবনানন্দের কাব্যে চিত্রকল্প, রূপক ও অপ্রত্যাশিত উপমা আধুনিক কাব্যভাষাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

যেমন– 'আমি চির–বিদ্রোহী বীর।' এখানে 'বিদ্রোহী' শুধু একজন মানুষের পরিচয় নয়; এটি এক মানসিক শক্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রতিরোধের রূপক। আবার– 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'। এই পঙ্‌ক্তিতে 'বাংলার মুখ' দেশকে মানুষরূপে অনুভব করায়; এখানে রূপক ও মানবীকরণজাত কল্পনা কাজ করে।

অর্থালংকারের প্রধান বিভাগ–

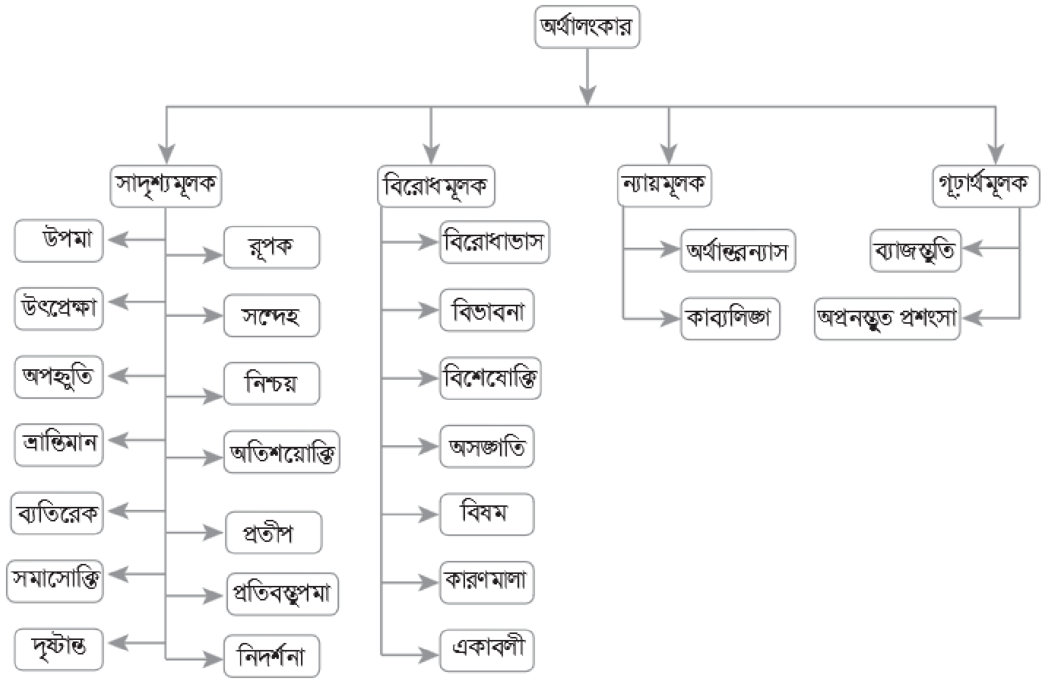

শব্দালংকার ও অর্থালংকারের পার্থক্য

বিষয়	শব্দালংকার	অর্থালংকার
সৌন্দর্যের ভিত্তি	শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, পুনরাবৃত্তি	অর্থ, ভাব, কল্পনা, তুলনা
প্রধান প্রভাব	কানে লাগে	মনে ও কল্পনায় কাজ করে
শব্দ পরিবর্তনের প্রভাব	অলংকার নষ্ট হতে পারে	অনেক সময় অলংকার থাকে
উদাহরণ	অনুপ্রাস, যমক	উপমা, রূপক
প্রকৃতি	শ্রুতিমাধুর্যপ্রধান	ভাবমাধুর্যপ্রধান
বিশ্লেষণের পদ্ধতি	ধ্বনি ও শব্দরূপ দেখা হয়	অর্থসম্পর্ক দেখা হয়

উদাহরণে পার্থক্য– শব্দালংকার: ‘ঝরঝর ঝরে ঝরনার জল।’ এখানে ‘ঝর’ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি অলংকার সৃষ্টি করেছে। অর্থালংকার: ‘তার মুখ চাঁদের মতো।’ এখানে মুখ ও চাঁদের সাদৃশ্য অলংকার সৃষ্টি করেছে।

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারগুলোর তুলনামূলক সারণি

অলংকার	মূল লক্ষণ	উদাহরণ
উপমা	উপমেয়-উপমানের সরাসরি তুলনা	মুখ চাঁদের মতো
পূর্ণোপমা	উপমার চার অঙ্গই থাকে	তার মুখ চাঁদের মতো সুন্দর
লুপ্তোপমা	এক বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত	চাঁদমুখী
রূপক	উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ	সে ঘরের চাঁদ
নিরঙ্গ রূপক	সংক্ষিপ্ত রূপারোপ	মা ঘরের দেবী
সাঙ্গ রূপক	বিস্তৃত অঙ্গসহ রূপারোপ	দেশ এক বৃক্ষ; মানুষ তার পাতা
পরম্পরিত রূপক	এক রূপক থেকে আরেক রূপক	জ্ঞানসূর্য উঠলে অজ্ঞতার রাত্রি পালায়
উৎপ্রেক্ষা	সম্ভাবনামূলক কল্পনা	মেঘ যেন পাহাড়ের কেশ
সন্দেহ	উপমেয়-উপমানে সংশয়	ও কি চাঁদ, না মুখ?
অপহ্নুতি	প্রকৃত বস্তুকে অস্বীকার করে অন্য রূপ দেওয়া	এ মুখ নয়, চাঁদ
নিশ্চয়	সংশয় শেষে সিদ্ধান্ত	না, এ চাঁদ নয়-মুখই
ভ্রান্তিমান	সাদৃশ্যজনিত ভুল ধারণা	শিশিরকে মুক্তা মনে হলো
অতিশয়োক্তি	অতিরঞ্জন	কান্নায় আকাশ ভেসে গেল

অলংকার	মূল লক্ষণ	উদাহরণ
ব্যতিরেক	উপমানের চেয়ে উপমেয় উৎকৃষ্ট	চাঁদ লজ্জা পায় তার মুখ দেখে
প্রতীপ	তুলনার দিক উলটো	চাঁদ তার মুখের মতো
সমাসোক্তি	সংক্ষিপ্ত উক্তিতে বিস্তৃত অর্থ	গ্রাম ঘুমিয়ে আছে
প্রতিবস্তুপমা	দুই সমান্তরাল ভাবের তুলনা	সূর্য–অন্ধকার / জ্ঞান–অজ্ঞতা
দৃষ্টান্ত	বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় উদাহরণ	বীজ না বুনলে ফসল নেই
নিদর্শনা	উদাহরণে সাধারণ সত্য	দীপ জ্বলে অন্যকে আলো দেয়

অলংকার চেনার ব্যাবহারিক পদ্ধতি

অলংকার নির্ণয়ের সময় প্রথমে দেখতে হবে সৌন্দর্যের উৎস কোথায়। শব্দে, না অর্থে? ধ্বনিতে, না তুলনায়? বিরোধে, না যুক্তিতে? গূঢ়ার্থে, না সরল সাদৃশ্যে? নিচের ধাপ অনুসরণ করলে অলংকার চেনা সহজ হবে।

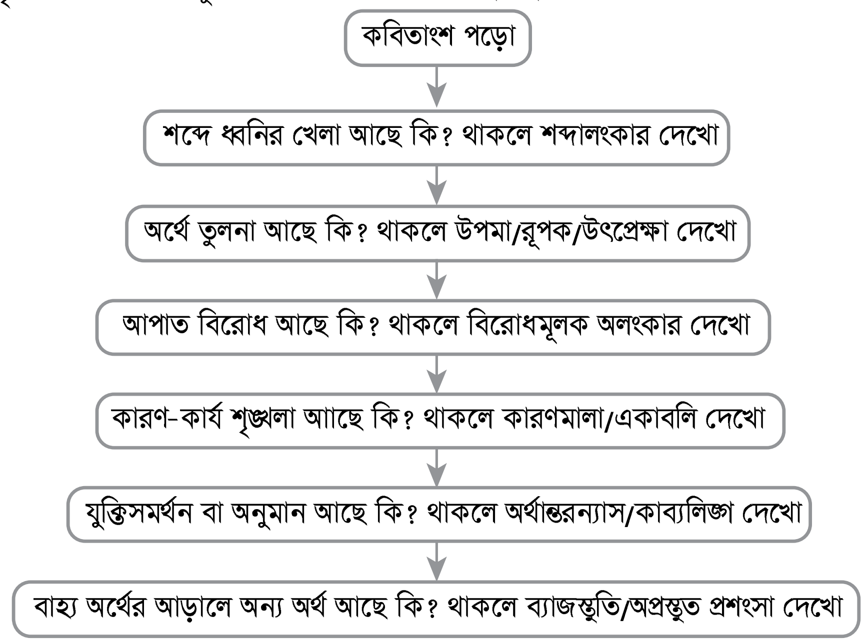

লক্ষণ	সম্ভাব্য অলংকার
একই ধ্বনি বারবার	অনুপ্রাস
একই শব্দ, ভিন্ন অর্থ	যমক
এক শব্দে বহু অর্থ	শ্লেষ
বাঁকা উক্তি	বক্রোক্তি
সরাসরি তুলনা	উপমা
সরাসরি রূপারোপ	রূপক
সম্ভাবনামূলক কল্পনা	উৎপ্রেক্ষা
সংশয়	সন্দেহ
অস্বীকার করে অন্য রূপ দেওয়া	অপহ্নুতি
অতিরঞ্জন	অতিশয়োক্তি
উপমেয়কে উপমানের চেয়ে বড়ো দেখানো	ব্যতিরেক
আপাত বিরোধ	বিরোধাভাস
কারণ নেই, কার্য আছে	বিভাবনা
কারণ আছে, কার্য নেই	বিশেষোক্তি
কারণ এক স্থানে, ফল অন্য স্থানে	অসঙ্গতি
প্রত্যাশিত ফলের বিপরীত	বিষম

লক্ষণ	সম্ভাব্য অলংকার
কারণ-কার্য মালা	কারণমালা
মালাবন্ধ বর্ণনা	একাবলি
এক বক্তব্যে অন্য বক্তব্যের সমর্থন	অর্থান্তরন্যাস
লক্ষণ দেখে অনুমান	কাব্যলিঙ্গ
প্রশংসার আড়ালে নিন্দা বা উলটো	ব্যাজস্তুতি
অন্যকে সামনে এনে প্রকৃতের প্রশংসা	অপ্রস্তুত প্রশংসা

সমগ্র অলংকার পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত মানচিত্র

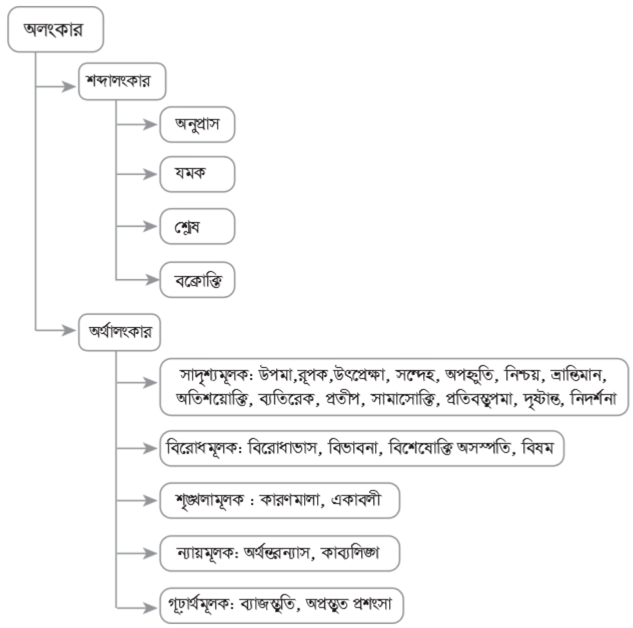

অলংকার কেবল কাব্যের সাজসজ্জা নয়; এটি কাব্যভাষার ভাবপ্রকাশের বিশেষ কৌশল। শব্দালংকারে শব্দের ধ্বনি, পুনরাবৃত্তি ও শব্দরূপ কাব্যসৌন্দর্য তৈরি করে। সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারে তুলনা, রূপকল্প, সম্ভাবনা, সন্দেহ, অতিশয়তা ও দৃষ্টান্ত ভাবকে চিত্রময় করে। বিরোধমূলক অলংকার আপাতবিরোধের মধ্যে গভীর সত্য প্রকাশ করে। শৃঙ্খলামূলক অলংকার ভাবকে ধারাবাহিক করে। ন্যায়মূলক অলংকার যুক্তি ও সমর্থনের মাধ্যমে বক্তব্যকে শক্তিশালী করে। গূঢ়ার্থমূলক অলংকার সরল অর্থের আড়ালে ব্যঙ্গ, প্রশংসা, নিন্দা বা পরোক্ষ তাৎপর্য প্রকাশ করে।

অতএব, অলংকার শেখা মানে শুধু সংজ্ঞার্থ মুখস্থ করা নয়; শব্দের সৌন্দর্য, অর্থের গভীরতা, কল্পনার প্রসার, রসের ঘনত্ব এবং ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তি বোঝা। একটি কবিতাংশে কোন অলংকার আছে তা নির্ণয় করার চেয়ে বড়ো কাজ হলো– সে অলংকার কীভাবে ভাবকে সুন্দর করেছে, কীভাবে পাঠকের মনে রস জাগিয়েছে এবং কীভাবে সাধারণ ভাষাকে কাব্যভাষায় উন্নীত করেছে– তা বোঝা।

তথ্যসূত্র

১. *INFLIBNET Centre. "History and Development of Poetics-1." Indian Aesthetics and Fine Arts. উদ্ধৃত অংশ: "Alankara means ornament, embellishment, that which beautifies poetry." পৃষ্ঠা নম্বর অনলাইন সংস্করণে পাওয়া যায়নি।*

২. *INFLIBNET Centre. "History and Development of Poetics-1." Indian Aesthetics and Fine Arts. উদ্ধৃত Ask: "The Samhitas of the Vedas contain much that is poetic and figures of speech like simile, nature, hyperbole are found there in abundance." পৃষ্ঠা নম্বর অনলাইন সংস্করণে পাওয়া যায়নি।*

৩. *Dr. Babasaheb Ambedkar Open University. Certificate in Indian Poetics, Unit 12. উদ্ধৃত অংশ: "Bharata's Natyasastra introduces the concept of Rasa" এবং "did not elaborate much on Alankaras, but discussed the Rasa, Bhava, Abhinaya." পৃষ্ঠা নম্বর পাওয়া যায়নি।*

৪. *INFLIBNET Centre. "History and Development of Poetics-2." Indian Aesthetics and Fine Arts. ভামহের Kavyalankara সম্পর্কে উদ্ধৃত Ask: "the earliest extant work on Sanskrit poetics proper." পৃষ্ঠা নম্বর অনলাইন সংস্করণে পাওয়া যায়নি।*

৫. *INFLIBNET Centre."History and Development of Poetics-2." Indian Aesthetics and Fine Arts. দণ্ডীর Kavyadarsha সম্পর্কে উদ্ধৃত অংশ: "Dandin wins the credit for his more systematic presentation of the Alankara the‡ovry." পৃষ্ঠা নম্বর অনলাইন সংস্করণে পাওয়া যায়নি।*

৬. *বিশ্বনাথ কবিরাজ। সাহিত্যদর্পণ। কাব্যসংজ্ঞা: “বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।” প্রকাশনা ও সংস্করণভেদে পৃষ্ঠা নম্বর ভিন্ন।*

৭. *আনন্দবর্ধন। ধ্বন্যালোক। ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাতত্ত্ব প্রসঙ্গ; আরও দেখুন INFLIBNET Centre, "History and Development of Poetics-2," যেখানে ধ্বন্যালোককে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে আলোচিত হয়েছে।*

৮. *“শব্দালঙ্কার কাকে বলে? শব্দালঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?” অলঙ্কারচন্দ্রিকা, Jagiroad College Studz Material. এখানে শব্দালংকারের প্রধান রূপ হিসেবে অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শব্দশ্লেষ ও পুনরুক্তবদাভাস উল্লেখ করা হয়েছে।*

৯. *“অনুপ্রাস কাকে বলে?” Online Reading Room BD. এখানে অনুপ্রাসকে একই ধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জের বারবার আবর্তনে সৃষ্ট ধ্বনিমাধুর্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

১০. *“অলংকার”, Siddhinath Mahavidzalaya Studz Material. এখানে “চল চপলার চকিত চমকে” উদাহরণের মাধ্যমে “P” ধ্বনির পুনরাবৃত্তিজনিত অনুপ্রাস ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

১১. *অলংকার, Nowgong Girls' College Studz Material. এখানে অনুপ্রাসের অন্ত্যানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস/লাটানুপ্রাস প্রভৃতি রূপের*

আলোচনা পাওয়া যায়।

১২. *"অনুপ্রাস: সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ", Akhter Hossain. এখানে অন্ত্যানুপ্রাসকে চরণের শেষে ধ্বনিগত মিল বা অন্ত্যমিল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

১৩. *"বাংলা অলংকার", Mugberia Gangadhar Mahavidzalaya Studz Material. এখানে ছেকানুপ্রাসকে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণে সৃষ্ট অনুপ্রাস হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

১৪. *"বৃত্ত্যনুপ্রাস ও ছেকানুপ্রাসের উদাহরণসহ সংজ্ঞা", WB Shiksha; আরও দেখুন Jagiroad College Studz Material. এখানে বৃত্ত্যনুপ্রাসে একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের আবর্তন ও রসানুগ ধ্বনিবিন্যাসের আলোচনা আছে।*

১৫. *অলংকার, Nowgong Girls' College Studz Material; শব্দালংকার, Panchakot Mahavidzalaya e-learning material. এখানে একই শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে যমক হয়– এই ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

১৬. *অলংকার, Nowgong Girls' College Studz Material. এখানে এক শব্দ একবার ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝালে শ্লেষ অলংকার হয়– এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।*

১৭. *INFLIBNET Centre. "Kuntaka: Vakrokti-jivita." Indian Literary Criticism and The‡ovry. এখানে কুন্তককে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বে বক্রোক্তি–ধারার প্রধান প্রবর্তক হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।*

১৮. *"বক্রোক্তি অলংকার", DSPMU Ranchi Studz Material. এখানে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ না ধরে শ্রোতার অন্য অর্থ গ্রহণে বক্রোক্তি সৃষ্টির আলোচনা এবং "রাজদ–" উদাহরণ পাওয়া যায়।*

১৯. *West Bengal State University. "UG NEP Szllabus of Sanskrit Honours." এখানে Sahityadarpana দশম অধ্যায়ের অলংকারতালিকায় anuprasa, yamaka, shlesha, upama, rupaka, sandeha, bhrantiman, apahnuti, utpreksha, atishayokti, drishtanta, nidarshana, vyatireka, samasokti, aprastutaprashamsa, arthantaranyasa, kavyalinga, vibhavana, visheshokti প্রভৃতি উল্লেখ আছে।*

২০. *"উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ব্যাজস্তুতি, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক, বিষম, কারণমালা, সন্দেহ, অনুপ্রাস ও শ্লেষ অলঙ্কার।" Online Reading Room BD. এখানে উপমা, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলংকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।*

২১. *"অলঙ্কার।" Nowgong Girls' College Studz Material. এখানে রূপক, পরম্পরিত রূপক, সন্দেহ প্রভৃতি অর্থালংকারের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ আলোচনা করা হয়েছে।*

২২. *"অলংকার । শ্রেণিবিভাগ ও আলোচনা।" Bangla Sahayak. এখানে উৎপ্রেক্ষাকে উপমেয়কে উপমান বলে সম্ভাবনামূলক সংশয় বা কল্পনার অলংকার হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।*

২৩. *D.A.V. P.G. College, Varanasi. "Szllabus M.A. Sanskrit." এখানে Upama, Purnopama, Utpreksha, Rupaka, Atishayokti, Sandeha, Apahnuti, Samasokti, Nidarshana, Drishtanta, Prativastupama প্রভৃতি অলংকার পাঠ্যতালিকায় উল্লেখ আছে।*

২৪. *"অর্থালঙ্কার কাকে বলে? অর্থালঙ্কারের শ্রেণিবিন্যাস এবং উদাহরণ।" Online Reading Room BD. এখানে অর্থালংকারের সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা, ন্যায় ও গূঢ়ার্থ–প্রতীতিমূলক শ্রেণিবিন্যাস দেওয়া হয়েছে।*

২৫. *"অলঙ্কার।" Bengali Grammar. এখানে বিরোধমূলক অলংকারের পরিচয়, বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, শৃঙ্খলামূলক অলংকার, কারণমালা, একাবলী, ন্যায়মূলক অলংকার ও অর্থান্তরন্যাসের সংজ্ঞা–উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।*

২৬ *"বিরোধমূলক অলঙ্কার।" Bangla Gurukul. এখানে দুটি পদার্থের আপাত বিরোধকে আশ্রয় করে বিরোধমূলক অলংকার গড়ে ওঠে– এই ধারণা আলোচিত হয়েছে।*

২৭. *"অর্থালংকার।" Jagiroad College Studz Material. এখানে বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক ও গূঢ়ার্থমূলক অর্থালংকারের শ্রেণি–তালিকা দেওয়া হয়েছে।*

২৮. *"অলঙ্কার কাকে বলে? অলঙ্কারের প্রকারভেদ আলোচনা কর।" Akhter Hossain. এখানে শৃঙ্খলামূলক অলংকারে কারণমালা, একাবলী ও সার; ন্যায়মূলক অলংকারে যুক্তিসমর্থনের আলোচনা পাওয়া যায়।*

২৯. *"অর্থান্তরন্যাস অলংকার কাকে বলে?" My Szllabus Notes. এখানে অর্থান্তরন্যাসের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং সামান্য–বিশেষ, কারণ– কার্য সমর্থনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।*

৩০. *"Sahitya Darpana 10th." C.R.P. Mahavidzalaya Studz Material. এখানে ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা এবং সাহিত্যদর্পণ–ভিত্তিক অলংকার–প্রশ্নোত্তর আলোচনা পাওয়া যায়।*

অলংকার থেকে আরও দুটি প্রশ্নোত্তর দেখো

প্রশ্ন–২ | অলংকারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

অলংকারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে সাধারণ ভাষা ও কাব্যভাষার পার্থক্য বুঝতে হয়। সাধারণ ভাষা অনেক সময় সরাসরি অর্থ প্রকাশ করলেই যথেষ্ট; কিন্তু কাব্যভাষা শুধু অর্থ প্রকাশ করে না, অনুভূতিকে জাগায়। অলংকার সেই জাগরণকে তীব্র করে।

প্রথমত, অলংকার ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে। বিশেষ করে, শব্দালংকারে ধ্বনি, বর্ণ বা শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কানে মধুর দোলা তৈরি হয়। 'ঝরঝর ঝরে ঝরনার জল'– এখানে 'ঝর' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি শুধু শব্দখেলা নয়; জলধারার শব্দও অনুকরণ করছে। ফলে ধ্বনি ও অর্থ একসঙ্গে কাজ করছে।

দ্বিতীয়ত, অলংকার ভাবকে চিত্রময় করে। 'সে সাহসী'– এটি সরল বণনা; কিন্তু 'সে সিংহের মতো সাহসী'– এখানে সাহসের দৃশ্যমান রূপ তৈরি হলো। উপমা পাঠককে বিমূর্ত গুণকে দৃশ্যমান করে বুঝতে সাহায্য করে। রূপক আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়– 'সে যুদ্ধক্ষেত্রের সিংহ'– এখানে ব্যক্তি ও সিংহের মধ্যে তুলনা নয়, সরাসরি রূপান্তর ঘটেছে।

তৃতীয়ত, অলংকার অর্থকে গভীর করে। সরল অর্থের বাইরে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা অলংকারের বড়ো কাজ। 'আকাশ আজ মুখ ভার করে আছে'–এখানে আকাশের মুখ নেই; কিন্তু মেঘলা আকাশ, বিষণ্ণতা ও মানসিক ভার একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের ভাষা সাধারণ

বর্ণনার চেয়ে বেশি অনুভূতিময়।

চতুর্থত, অলংকার রসকে ঘনীভূত করে। প্রেম, বেদনা, বিস্ময়, করুণা, বীরত্ব, বিদ্রোহ– এসব আবেগ সরাসরি বলা যায়; কিন্তু অলংকারে তা কাব্যিক শক্তি পায়। অতিশয়োক্তি আবেগের তীব্রতা বাড়ায়; উৎপ্রেক্ষা কল্পনাকে প্রসারিত করে; ব্যতিরেক কোনো গুণকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করে।

পঞ্চমত, অলংকার ভাষাকে স্মরণীয় করে। প্রবাদ, ছড়া, কবিতার পঙ্‌ক্তি, গান– এসব সহজে মনে থাকে কারণ এগুলোর মধ্যে ধ্বনি, মিল, পুনরাবৃত্তি, উপমা বা রূপকের শক্তি থাকে। 'মধুর মন্দ মলয়' ধরনের ধ্বনি–সুষমা সহজে স্মৃতিতে বসে যায়।

ষষ্ঠত, অলংকার কল্পনাকে প্রসারিত করে। সাহিত্যিক ভাষা অনেক সময় বাস্তবকে অতিক্রম করে সম্ভাবনার জগৎ নির্মাণ করে। 'নদী কাঁদছে', 'বন ঘুমিয়ে আছে', 'রাত্রি তার কালো চুল মেলে দিয়েছে'– এসব বাক্যে প্রকৃতিকে মানবিক বা কল্পনাময় রূপ দেওয়া হয়েছে। এতে পাঠক বাস্তবকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শেখে।

প্রশ্ন–৩ **উপমা কী? উপমার অঙ্গসমূহ আলোচনা করো।**

উপমা অর্থ তুলনা। যে অলংকারে সমধর্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য প্রকাশ করা হয়, তাকে উপমা অলংকার বলে। অনলাইন বাংলা অলংকার আলোচনাতেও উপমাকে "সমগুণ বিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য" দেখানোর অলংকার বলা হয়েছে।

উদাহরণ: তার মুখ চাঁদের মতো সুন্দর।

এখানে মানুষের মুখকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মুখ ও চাঁদ এক বস্তু নয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার মিল আছে। তাই এটি উপমা।

উপমার চারটি অঙ্গ:

অঙ্গ	উদাহরণে অংশ	ব্যাখ্যা
উপমেয়	তার মুখ	যে বস্তুটির তুলনা করা হচ্ছে।
উপমান	চাঁদ	যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।
সাধারণ ধর্ম	সুন্দর	মুখ ও চাঁদের মিল।
সাদৃশ্যবাচক শব্দ	মতো	তুলনার চিহ্ন।

পূর্ণোপমা: যে উপমায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ– এই চারটি অঙ্গই স্পষ্টভাবে থাকে, তাকে পূর্ণোপমা বলে।

উদাহরণ: 'তার মুখ চাঁদের মতো সুন্দর।'

অঙ্গ	অংশ
উপমেয়	তার মুখ
উপমান	চাঁদ
সাধারণ ধর্ম	সুন্দর
সাদৃশ্যবাচক শব্দ	মতো

চারটি অঙ্গই আছে। তাই এটি পূর্ণোপমা। **আরও একটি উদাহরণ:** "শিশিরবিন্দু মুক্তার মতো উজ্জ্বল।" এখানে শিশিরবিন্দু উপমেয়, মুক্তা উপমান, উজ্জ্বলতা সাধারণ ধর্ম, "মতো" সাদৃশ্যবাচক শব্দ। তাই পূর্ণোপমা।

লুপ্তোপমা: যে উপমায় চারটি অঙ্গের এক বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত থাকে, তাকে লুপ্তোপমা বলে। অর্থাৎ, তুলনা আছে, কিন্তু উপমার সব অঙ্গ স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

উদাহরণ: 'চাঁদমুখী মেয়ে।'

এখানে মেয়ের মুখকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; কিন্তু 'মতো' বা 'যেন' নেই, সাধারণ ধর্মও সরাসরি বলা হয়নি। তবু 'চাঁদমুখী' শব্দে মুখের সৌন্দর্য ও চাঁদের সাদৃশ্য বোঝা যাচ্ছে। তাই এটি লুপ্তোপমা।